ধান চাষে ইউরিয়া সার ব্যবস্থাপনা

সুষম মাত্রায় সার দিন
অধিক ফলন ঘরে নিন

ফ্যাক্ট শীটঃ মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ইউরিয়া সার ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা

ধানে ইউরিয়া সার সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়ার অভাবে ধানের ফলন কমে যায়। আবার মাত্রাতিরিক্ত ইউরিয়া ব্যবহার করলে অতিরিক্ত অঙ্গজ বৃদ্ধি হয়, পোকা মাকড় বেশি আক্রমণ করে তাতে ফলন কমে যেতে পারে।

ইউরিয়া সারের গুরুত্ব

- কুশির সংখ্যা ও গাছের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- পাতার আকার বৃদ্ধি করে।
- প্রতি শীষে ধানের সংখ্যা ও পুষ্ট দানার সংখ্যা বাড়ায়।
- দানায় আমিষের পরিমাণ বাড়ায়।
- ফসফরাস, পটাশসহ অন্যান্য উপাদান আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

ইউরিয়ার অভাব জনিত লক্ষন

ইউরিয়া সার প্রয়োগের মাত্রা

- এক টন ধান উৎপাদনে ১৮-২০ কেজি নাইট্রোজেন সমপরিমাণ ইউরিয়া সার (৪০-৪৫ কেজি) প্রয়োজন।
- সাধারণত আমন এবং আউশ ধানে বিঘাপ্রতি ২১ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয়।
- বোরোতে বিঘাপ্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া সার দিতে হবে।
- ইউরিয়া সার প্রয়োগের জন্য লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) দিয়ে ধানের পাতার রঙ মিলিয়ে ইউরিয়ার চাহিদা নির্ধারণ করুন।

এলসিসি ব্যবহারে ইউরিয়ার চাহিদা নির্ধারণ

প্রয়োগের সময়

- জমি তৈরির সময় বিঘাপ্রতি ৭ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ধান রোপণের ২৫-৩০ দিন পর ৭ কেজি এবং কাইচ থোরের সময় ৭ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা দরকার।

তবে লিফ কালার চার্ট (এলসিসি) ব্যবহার করে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করাই ভাল। এ ক্ষেত্রে এলসিসি-র সঙ্গে ধানের পাতার রঙ থোর অবস্থা পর্যন্ত ১০ দিন পর পর পরিমাপ করতে হয়। ধানের পাতার রঙ সংকট মান ৩.৫ এর কম হলে বোরো ও আমন মৌসুমে প্রতিবারে যথাক্রমে ৯ ও ৭.৫ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। বিস্তারিত জানতে ‘‘ধান চাষে ইউরিয়া প্রয়োগে এলসিসি” ফ্যাক্ট শীট - ৩ দেখুন।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd